**ভাই ভাই মাণ্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ**

**রেজিঃ নং-৩৩৫ (লক্ষ্মী); তারিখ- ২১/০৭/200৮খ্রি.**

**গ্রামঃপোদ্দার বাজার,পোঃ পোদ্দার বাজার**

**লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর।**

লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার 0৭ নং বশিকপুর ইউনিয়নের 20 জন শিক্ষিত যুবক একত্রিত হয়ে ০৭ নং বশিকপুর ইউনিয়নের পোদ্দার বাজারে ভাই ভাই মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গঠন করে জেলা সমবায় কার্যালয় লক্ষ্মীপুর থেকে ২১/০৭/200৮ তারিখে ৩৩৫(লক্ষ্মী) রেজিঃ নং নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। নিবন্ধন প্রাপ্তির পর থেকে সমিতির কর্ম এলাকার কর্মহীন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নিয়ে সদস্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবারের অপরাপর সদস্যদের খাদ্যের যোগানসহ সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষিতে যে সমবায় সমিতির সৃষ্টি হয়েছে তার নাম ভাই ভাই মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার পাশ দিয়ে বহমান খরস্রোতা মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গনে নদী তীরবর্তী গ্রামসমূহের মানুষগুলো দিশেহারা, বাস্তুহারা ও কর্মহীন হয়ে পড়ে। তখন তারা বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের মাথা গোঁজার চেষ্টায় ব্যস্ত, নিজেদের আহারের সংস্থানের জন্য দিগভ্রান্ত। মানুষের জীবন জীবিকা ছিল অত্যন্ত কষ্টের। নদীভাঙ্গা এ মানুষগুলো নিজেদের দূরে থাকা প্রিয় সন্তানের মুখেও দু’বেলা অন্ন তুলে দিতে পারতো না। এমন এক পরিস্থিতিতে সামাজিক দায়বদ্ধতার তাগিদে এলাকার কয়েকজন মোটামুটি স্বচ্ছল ও মানবিক চেতণাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভাই ভাই মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ নামে একটি সমবায় সমিতি গঠিত হয়। গঠন পরবর্তী সময় থেকেই সমিতিটি এলাকার বাস্তুহীন, অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন অথচ উদ্যোগী ও পরিশ্রমী পুরুষ ও নারীদেরকে সমবায়ের চেতণায় উদ্বুদ্ধ করে সমবায়ের পতাকাতলে সমবেত করতে থাকেন। সমবায়ের প্রতি আকৃষ্ট সমবায়ীদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে আগ্রহীদেরকে ঋণ সহায়তা দিয়ে তাদের জীবন ও জীবিকার ব্যবস্থা করেন। অপরদিকে, মহিলা সমবায়ীদেরকে হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান করে একাজে নিয়োজিত করেন।

**ভিশন :**

নানামুখী সামাজিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হবে।

**মিশন:**

গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজস্ব সম্পদ আহরণে উদ্বুদ্ধ করা এবং চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে জীবনমানের টেকসই উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

**লক্ষ্য :**

সমিতির কর্ম এলাকার দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মূলধন গঠনে সহায়তা করা।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধির জন্য প্রথাগত ও বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

**উদ্দেশ্য :**

দরিদ্র, অতিদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের মৌলিক ও আর্থ-সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃস্টি করা।

দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানবিক সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটানো ও টেকসই জীবিকা উন্নয়নে নিজ নিজ সামর্থ্য সৃষ্টিতে উদ্যোগী করে তোলা।

নারী ও শিশুদের অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংস আচরণ বন্ধ করা।

নারী ও শিশু পাচার রোধসহ যৌতুক প্রথা, মাদকাসক্তি, অপুষ্টি বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা।

জাতীয় ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহনের পাশাপাশি জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা।

পরিবর্তনের দূত হিসেবে সাধারণ মানুষের সামর্থকে স্বীকার করে নেয়ার জন্য স্থানীয় প্রশাসন, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করা।

জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম অংশীদার/দাবীদার হিসেবে সর্বমহলে সমবায় ও সমবায়ীদের স্বীকৃতি অর্জন করা।

**উদ্দেশ্য অর্জনে সমস্যা :**

আশানুরূপ পুঁজি গঠণ, সমবায়ীদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, সমবায়ের প্রতি সাধারণ জনগনের অনীহা, সরকার/দাতা গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অনুপস্থিতি, দক্ষতা উন্নয়নে সুদক্ষ প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনের স্বল্পতা, নিজস্ব জমি ও দক্ষ/শিক্ষিত জনবলের ঘাটতি।

**উদ্দেশ্য অর্জনে সমাধান :**

ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, সমবায়ের সাফল্য সম্পর্কিত ব্যাপক প্রচারণা, সরকার/দাতাগোষ্ঠীর সরাসরি অর্থনৈতিক অংশগ্রহন, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষনের সুব্যবস্থা, দক্ষ জনবল নিয়োগ, উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে সমিতির অংশগ্রহন।

**প্রধান কর্মসূচীসমূহ :**

দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের সঞ্চয়ী অভ্যাস গড়ে তোলা।

হস্তশিল্প সামগ্রী উৎপাদন। যথা : মাটিরি জিনিসপত্র,শো-পিস্, পুতির ব্যাগ, টিস্যূ বক্স ইত্যাদি।

নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে আয়বর্ধক-মূলক প্রকল্প গ্রহনে সহায়তা দান ও দক্ষতা উন্নয়ন।

দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের আত্ম-নির্ভরশীলতার জন্য আর্থিক সেবা প্রদান করা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলাসহ প্রাথমিক চিকিৎসা, বাল্যবিবাহ দূরীকরন,যৌতুক প্রথা বন্ধ করা, শিক্ষা বিষয়ক জরুরী ঋণ সহায়তা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুদান প্রদান ইত্যাদি।

**আর্থিক কার্যক্রম :**

প্রতিষ্ঠালগ্নে সমিতিটি 20,000/- টাকা শেয়ার মূলধন নিয়ে কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমান শেয়ারম মূলধনের পরিমাণ ৩,০৫,৯৭,০০০/- টাকা। অপরদিকে, বর্তমানে সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৩৪,২৪,০০০/- টাকা। বিগত আর্থিক বছরে নীট লাভ ৫১৭/- টাকা। প্রতি বছর সমিতির সদস্যদের প্রাপ্য লভ্যাংশ সুষম বন্টণের ফলে সদস্যদের মাঝে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে, সদস্যগণ সমিতির উপর আস্থা অর্জন করে নিজেদের অর্জিত অর্থের সঞ্চয় রেখে নির্ভর হতে চাইছেন। সমিতিতে বর্তমানে কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৪,০৭,৫১,০৭৮/- টাকা।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সেবামূলক কার্যক্রম :

সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে ।

দুস্থ ও অক্ষম সদস্যদের আর্থিক অনুদান প্রদানসহ নিজস্ব হাসপাতালে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন ।

গরীব মেয়েদের বিবাহ সহায়তা।

ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান।

**ভবিষ্যত পরিকল্পনা :**

সমিতির ভবিষ্যৎ ব্যয় হ্রাস, আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা,নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনকল্পে ভবিষ্যৎ প্রকল্প তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ ও পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহন করে তাদেরকে এর আওতায় নিয়ে আসা এবং তা বাস্তবায়ন করা। পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নসহ সামাজিক পরিবর্তনের চিত্র দৃশ্যমান হবে বলে আশা করা যায়। ভবিষ্যত পরিকল্পনাগুলো নিম্নরূপ-

ক) সমিতির নিজস্ব জমি ক্রয় এবং ক্রয়কৃত জমিতে ভবন নির্মাণ করে বৃহৎ পরিসরে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন করা।

খ) মৎস্য চাষ ও হ্যাচারী স্থাপণ।

গ) গবাদি-পশুর খামার স্থাপণ (দুগ্ধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করণ, গবাদি পশু মোটাতাজাকরণ)।

ঘ) পরিবেশবান্ধব বৃক্ষ রোপণ (ভেজক, বনজ,ফলজ, মসলা)।

ঙ) ডায়াগণষ্টিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা।

**সমিতির সদস্য সংখ্যা :**

প্রতিষ্ঠাকালীণ সময়ে সমিতি 20 জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা মোট 430 জন; তম্মধ্যে পুরুষ ৩৮০ জন এবং মহিলা ৫০ জন। সমিতিতে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের অংশগ্রহন উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্যণীয়।

**কর্মসংস্থান ও স্ব-কর্মসংস্থান :**

সমিতির সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠূভাবে পরিচালনার স্বার্থে 05 জন বেতনভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকুরীতে নিয়োজিত রয়েছে। সমিতির সহযোগিতায় 50 জন সদস্যের প্রত্যক্ষ স্ব-কর্মসংস্থানের পাশাপাশি পরোক্ষভাবে আরও প্রায় 30 জনের কর্মসংস্থান করা সম্ভবপর হয়েছে।

**রাজস্ব প্রদান :**

2018-2019খ্রি. নিরীক্ষা বর্ষে সমিতির নীট লাভের পরিমাণ ৫১৭/- টাকা। সম্পাদিত নিরীক্ষায় অর্জিত নীট লাভেরভিত্তিতে ধার্যকৃত ৬০/- টাকা অডিট সেস্, ভ্যাট ৯/- টাকা এবং ১৬/- টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল সমিতি কর্তৃক ইতোমধ্যেই সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

**ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত :**

সমবায় সমিতি আইন ও বিধি মোতাবেক নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির যাবতীয় কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে থাকে। সমিতিতে বর্তমানে 12(বার) সদস্যবিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যমান আছে। উক্ত নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়মিতভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভাসহ যথাসময়ে বার্ষক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাছাড়া, সমিতিতে উত্থাপিত যেকোন অভিযোগ বা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও গুরুত্বের সাথে বিবেচণায় নিয়ে তা সমাধানে ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশংসণীয় ভূমিকা পালণ করে আসছে।

**সফলতার নেপথ্যে :**

সমিতিতে নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান, সভায় সদস্যগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহন, সমিতি পরিচালনায় সাধারণ সদস্যেদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহন, বাজেট উপস্থাপন ও পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহন, চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং নতুন প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়নে সকলের মতামতকে গুরুত্বসহকারে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সমিতির যাবতীয় কার্যক্রম সমবায় আইন ও বিধির আলোকে গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হওয়ার ফলে সদস্যগন সমিতির প্রতি আস্থাশীল ও বিশ্বস্ত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনায় স্বতঃস্ফুর্ত সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। প্রকৃত অর্থে, দক্ষ ও যোগ্য ব্যবস্থাপনাই সমিতির অগ্রগতিতে সহায়ক ভুমিকা পালণ করে আসছে।

**আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা :**

সমিতি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের দিকে চোখ বুলালে দেখা যায়, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে সমিতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে শুরু করেছে। এ পল্লী অঞ্চলের জীবন-জীবিকা নির্বাহ, অর্থনৈতিক প্রবাহের গতিশীলতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও সাধারণ মানুষের সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের ধারার সৃষ্টি করেছে।

ক) সমিতির সদস্য/পরিবারে বর্তমান শিক্ষার হার 85%।

খ) 15% সদস্য আর্থিকভাবে ভাল অবস্থানে।

গ) 30% সদস্য আর্থিকভাবে মধ্যম আয়ের অবস্থানে।

ঘ) 35% সদস্য নিম্নবিত্তের অবস্থানে।

ঙ) 15% সদস্য এখনও দরিদ্রসীমায় অবস্থান করছে।

চ) 5% সদস্য হত-দরিদ্র অবস্থায়।

দক্ষ ও যোগ্য ব্যবস্থাপনায় যে বদলে দিতে পারে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের মুখচ্ছবি তার অন্যতম উদাহরণ হলো ভাই ভাই মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ। পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন একমাত্র সমবায়ের মাধ্যমেই সম্ভব। সরকারী/দাতাগোষ্ঠীর সহায়তা ছাড়া শুধুমাত্র নিজস্ব মূলধন দিয়ে দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সাথে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে খুবই অল্প সময় মাত্র ১২(বার) বছরে দৃশ্যমান সফলতা অর্জিত হয়েছে। সমবায়ই পারে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে। সমবায়ই এনে দিতে পারে স্বচ্ছলতা, সামাজিক মর্যাদা। জবাবদিহিতা ও গনতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একমাত্র সমবায়ই পারে সম্পদের সুষম বন্টণভিত্তিক বৈষম্যহীন একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। ভাই ভাই মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর বাস্তব প্রমাণ এনে দিয়েছে স্বচ্ছলতা অর্জনের মধ্য দিয়ে। আমরা আশা করব ভাই ভাই মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ মেঘনা নদীর সুশীতল বাতাসের মতো লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার জনপদে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে প্রশান্তি ছড়িয়ে দিবে এবং শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত্তি বিনির্মাণের অনণ্য মাইলফলক হয়ে উঠবে।

**(দেবেশ কুমার সিংহ)**

উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা

লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর।

**চাঁদখালী সেইফ মাণ্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ**

**রেজিঃ নং-290 (লক্ষ্মী); তারিখ- 27/11/2007খ্রি.**

**গ্রামঃচাঁদখালী,পোঃ রামানন্দী**

**লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর।**

লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার 06 নং ভাঙ্গাখাঁ, 14 নং মান্দারী,15 নং লাহারকান্দি ও 17 নং ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের 20 জন শিক্ষিত যুবক একত্রিত হয়ে 15 নং লাহারকান্দি ইউনিয়নের চাঁদখালী গ্রামে চাঁদখালী সেইফ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গঠন করে জেলা সমবায় কার্যালয় লক্ষ্মীপুর থেকে 27/11/2007 সালে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। নিবন্ধন প্রাপ্তির পর থেকে সমিতির কর্ম এলাকার কর্মহীন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নিয়ে মানুষদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবারের অপরাপর সদস্যদের খাদ্যের যোগানসহ সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষিতে যে সমবায় সমিতির সৃষ্টি হয়েছে তার নাম চাঁদখালী সেইফ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার পাশ দিয়ে বহমান খরস্রোতা মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গনে নদী তীরবর্তী গ্রামসমূহের মানুষগুলো দিশেহারা, বাস্তুহারা ও কর্মহীন হয়ে পড়ে। তখন তারা বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের মাথা গোঁজার চেষ্টায় ব্যস্ত, নিজেদের আহারের সংস্থানের জন্য দিগভ্রান্ত। মানুষের জীবন জীবিকা ছিল অত্যন্ত কষ্টের। নদীভাঙ্গা এ মানুষগুলো নিজেদের দূরে থাকা প্রিয় সন্তানের মুখেও দু’বেলা অন্ন তুলে দিতে পারতো না। এমন এক পরিস্থিতিতে সামাজিক দায়বদ্ধতার তাগিদে এলাকার কয়েকজন মোটামুটি স্বচ্ছল ও মানবিক চেতণাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চাঁদখালী সেইফ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ নামে একটি সমবায় সমিতি গঠিত হয়। গঠন পরবর্তী সময় থেকেই সমিতিটি এলাকার বাস্তুহীন, অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন অথচ উদ্যোগী ও পরিশ্রমী পুরুষ ও নারীদেরকে সমবায়ের চেতণায় উদ্বুদ্ধ করে সমবায়ের পতাকাতলে সমবেত করতে থাকেন। সমবায়ের প্রতি আকৃষ্ট সমবায়ীদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে আগ্রহীদেরকে ঋণ সহায়তা দিয়ে তাদের জীবন ও জীবিকার ব্যবস্থা করেন। অপরদিকে, মহিলা সমবায়ীদেরকে হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান করে একাজে নিয়োজিত করেন।

**ভিশন :**

নানামুখী সামাজিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হবে।

**মিশন:**

গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজস্ব সম্পদ আহরণে উদ্বুদ্ধ করা এবং চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে জীবনমানের টেকসই উন্নয়নে সহযোগিতা করা।

**লক্ষ্য :**

সমিতির কর্ম এলাকার দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মূলধন গঠনে সহায়তা করা।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধির জন্য প্রথাগত ও বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

**উদ্দেশ্য :**

দরিদ্র, অতিদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের মৌলিক ও আর্থ-সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃস্টি করা।

দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানবিক সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটানো ও টেকসই জীবিকা উন্নয়নে নিজ নিজ সামর্থ্য সৃষ্টিতে উদ্যোগী করে তোলা।

নারী ও শিশুদের অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংস আচরণ বন্ধ করা।

নারী ও শিশু পাচার রোধসহ যৌতুক প্রথা, মাদকাসক্তি, অপুষ্টি বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা।

জাতীয় ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহনের পাশাপাশি জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা।

পরিবর্তনের দূত হিসেবে সাধারণ মানুষের সামর্থকে স্বীকার করে নেয়ার জন্য স্থানীয় প্রশাসন, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করা।

জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম অংশীদার/দাবীদার হিসেবে সর্বমহলে সমবায় ও সমবায়ীদের স্বীকৃতি অর্জন করা।

**উদ্দেশ্য অর্জনে সমস্যা :**

আশানুরূপ পুঁজি গঠণ, সমবায়ীদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, সমবায়ের প্রতি সাধারণ জনগনের অনীহা, সরকার/দাতা গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অনুপস্থিতি, দক্ষতা উন্নয়নে সুদক্ষ প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনের স্বল্পতা, নিজস্ব জমি ও দক্ষ/শিক্ষিত জনবলের ঘাটতি।

**উদ্দেশ্য অর্জনে সমাধান :**

ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, সমবায়ের সাফল্য সম্পর্কিত ব্যাপক প্রচারণা, সরকার/দাতাগোষ্ঠীর সরাসরি অর্থনৈতিক অংশগ্রহন, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষনের সুব্যবস্থা, দক্ষ জনবল নিয়োগ, উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে সমিতির অংশগ্রহন।

**প্রধান কর্মসূচীসমূহ :**

দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের সঞ্চয়ী অভ্যাস গড়ে তোলা।

হস্তশিল্প সামগ্রী উৎপাদন। যথা : মাটিরি জিনিসপত্র,শো-পিস্, পুতির ব্যাগ, টিস্যূ বক্স ইত্যাদি।

নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে আয়বর্ধ-মূলক প্রকল্প গ্রহনে সহায়তা দান ও দক্ষতা উন্নয়ন।

দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের আত্ম-নির্ভরশীলতার জন্য আর্থিক সেবা প্রদান করা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলাসহ প্রাথমিক চিকিৎসা, বাল্যবিবাহ দূরীকরন,যৌতুক প্রথা বন্ধ করা, শিক্ষা বিষয়ক জরুরী ঋণ সহায়তা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুদান প্রদান ইত্যাদি।

**আর্থিক কার্যক্রম :**

প্রতিষ্ঠালগ্নে সমিতিটি 20,000/- টাকা শেয়ার মূলধন নিয়ে কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমান শেয়ারম মূলধনের পরিমাণ 51,200/- টাকা। অপরদিকে, বর্তমানে সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,৭৮,২৭,১১৩/- টাকা। গত অর্থ বৎসরে সমিতি কর্তৃক ঋণ প্রদানের পরিমাণ ৩,৪৯,৩৯০০০/-টাকা এবং অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ 1,99,26,399/- টাকা। বিগত আর্থিক বছরে নীট লাভ 12,554/- টাকা। প্রতি বছর সমিতির সদস্যদের প্রাপ্য লভ্যাংশ সুষম বন্টণের ফলে সদস্যদের মাঝে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে, সদস্যগণ সমিতির উপর আস্থা অর্জন করে নিজেদের অর্জিত অর্থের সঞ্চয় রেখে নির্ভর হতে চাইছেন। সমিতিতে বর্তমানে কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১,৭৯,১৩,৮৪০/- টাকা।

সামাজক নিরাপত্তা ও সেবামূলক কার্যক্রম :

সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে ।

দুস্থ ও অক্ষম সদস্যদের আর্থিক অনুদান।

গরীব মেয়েদের বিবাহ সহায়তা।

ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান।

**ভবিষ্যত পরিকল্পনা :**

সমিতির ভবিষ্যৎ ব্যয় হ্রাস, আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনকল্পে ভবিষ্যৎ প্রকল্প তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ ও পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহন করে তাদেরকে এর আওতায় নিয়ে আসা এবং তা বাস্তবায়ন করা। পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নসহ সামাজিক পরিবর্তনের চিত্র দৃশ্যমান হবে বলে আশা করা যায়। ভবিষ্যত পরিকল্পনাগুলো নিম্নরূপ-

ক) সমিতির নিজস্ব জমি ক্রয় এবং ক্রয়কৃত জমিতে ভবন নির্মাণ।

খ) মৎস্য চাষ ও হ্যাচারী স্থাপণ।

গ) গবাদি-পশুর খামার স্থাপণ (দুগ্ধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করণ, গবাদি পশু মোটাতাজাকরণ)।

ঘ) পরিবেশবান্ধব বৃক্ষ রোপণ (ভেজক, বনজ,ফলজ, মসলা)।

ঙ) ডায়াগণষ্টিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা।

**সমিতির সদস্য সংখ্যা :**

প্রতিষ্ঠাকালীণ সময়ে সমিতি 20 জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা মোট 781 জন; তম্মধ্যে পুরুষ 350 জন এবং মহিলা 431জন। সমিতিতে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের অংশগ্রহন উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্যণীয়।

**কর্মসংস্থান ও স্ব-কর্মসংস্থান :**

সমিতির সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠূভাবে পরিচালনার স্বার্থে 12 জন বেতনভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকুরীতে নিয়োজিত রয়েছে। সমিতির সহযোগিতায় 400 জন সদস্যের প্রত্যক্ষ স্ব-কর্মসংস্থানের পাশাপাশি পরোক্ষভাবে আরও প্রায় ২5০ জনের কর্মসংস্থান করা সম্ভবপর হয়েছে। অপরদিকে, ৭৮১ জন সদস্য সমিতির ঋণ সহায়তা গ্রহন করে নিজেদের স্বাবলম্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

**রাজস্ব প্রদান :**

2018-2019খ্রি. নিরীক্ষা বর্ষে সমিতির নীট লাভের পরিমাণ ১২,৫৫৪/- টাকা। সম্পাদিত নিরীক্ষায় অর্জিত নীট লাভেরভিত্তিতে ধার্যকৃত ১,২৬০/- টাকা অডিট সেস্, ভ্যাট 190/- টাকা এবং 377/- টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল সমিতি কর্তৃক ইতোমধ্যেই সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

**ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত :**

সমবায় সমিতি আইন ও বিধি মোতাবেক নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির যাবতীয় কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে থাকে। সমিতিতে বর্তমানে 0৯(নয়) সদস্যবিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যমান আছে। উক্ত নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়মিতভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভাসহ যথাসময়ে বার্ষক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাছাড়া, সমিতিতে উত্থাপিত যেকোন অভিযোগ বা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও গুরুত্বের সাথে বিবেচণায় নিয়ে তা সমাধানে ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশংসণীয় ভূমিকা পালণ করে আসছে।

**সফলতার নেপথ্যে :**

সমিতিতে নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান, সভায় সদস্যগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহন, সমিতি পরিচালনায় সাধারণ সদস্যেদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহন, বাজেট উপস্থাপন ও পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহন, চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং নতুন প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়নে সকলের মতামতকে গুরুত্বসহকারে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সমিতির যাবতীয় কার্যক্রম সমবায় আইন ও বিধির আলোকে গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হওয়ার ফলে সদস্যগন সমিতির প্রতি আস্থাশীল ও বিশ্বস্ত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনায় স্বতঃস্ফুর্ত সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। প্রকৃত অর্থে, দক্ষ ও যোগ্য ব্যবস্থাপনাই সমিতির অগ্রগতিতে সহায়ক ভুমিকা পালণ করে আসছে।

**আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা :**

সমিতি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের দিকে চোখ বুলালে দেখা যায়, আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমিতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে শুরু করেছে। এ পল্লী অঞ্চলের জীবন-জীবিকা নির্বাহ, অর্থনৈতিক প্রবাহের গতিশীলতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও সাধারণ মানুষের সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের ধারার সৃষ্টি করেছে।

ক) সমিতির সদস্য/পরিবারে বর্তমান শিক্ষার হার 80%।

খ) 15% সদস্য আর্থিকভাবে ভাল অবস্থানে।

গ) 30% সদস্য আর্থিকভাবে মধ্যম আয়ের অবস্থানে।

ঘ) 35% সদস্য নিম্নবিত্তের অবস্থানে।

ঙ) 15% সদস্য এখনও দরিদ্রসীমায় অবস্থান করছে।

চ) 5% সদস্য হত-দরিদ্র অবস্থায়।

দক্ষ ও যোগ্য ব্যবস্থাপনায় যে বদলে দিতে পারে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের মুখচ্ছবি তার অন্যতম উদাহরণ হলো চাঁদখালী সেইফ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ । পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন একমাত্র সমবায়ের মাধ্যমেই সম্ভব। সরকারী/দাতাগোষ্ঠীর সহায়তা ছাড়া শুধুমাত্র নিজস্ব মূলধন দিয়ে দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সাথে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে খুবই অল্প সময় মাত্র 13(তের) বছরে দৃশ্যমান সফলতা অর্জিত হয়েছে। সমবায়ই পারে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে। সমবায়ই এনে দিতে পারে স্বচ্ছলতা, সামাজিক মর্যাদা। জবাবদিহিতা ও গনতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একমাত্র সমবায়ই পারে সম্পদের সুষম বন্টণভিত্তিক বৈষম্যহীন একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। চাঁদখালী সেইফ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর বাস্তব প্রমাণ এনে দিয়েছে স্বচ্ছলতা অর্জনের মধ্য দিয়ে। আমরা আশা করব চাঁদখালী সেইফ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ মেঘনা নদীর সুশীতল বাতাসের মতো লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার জনপদে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রশান্তি ছড়িয়ে দিবে এবং শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত্তি বিনির্মাণের অনণ্য মাইলফলক হয়ে উঠবে।

**(দেবেশ কুমার সিংহ)**

উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা

লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর।